বাবার কেক

আমার ছোটবেলার বড়দিন মানেই ছিল ঘড় সাজানো, শীতের রাতে গীর্জায় যাওয়া আর বড়দিনের আগে কেক বানানো। মা বড়দিনের আগের দিন পিঠা বানাতো। আমরা যতই খেতে চাইতাম- ততই মানা। মা আমাদের রান্না ঘড়ে ঢুকতে দিত না। বলত পিঠা বানানোর সময় কাছে থাকলে নাকি পিঠা ফুলে না। অতএব আমরা রান্না ঘড়ের বাইরে অপেক্ষা করতাম কখন মা ডাকবে। আমার দিদিমা ছিল জম্পেস রাঁধুণী। সে তো পিঠার দিকে তাকাতেও দিত না। বলতো পিঠা খেতে হয় বড়দিনে -গীর্জা থেকে ফিরে এসে। বড়দিনের কেকের দ্বায়িত্ব ছিল বাবার উপর। সারা বছর তো আর কেক খাওয়া হোত না । বড়দিন ছিল কেক খাওয়ার মৌসুম। যত ইচ্ছা খাও! আমাদের পরিবারে কেক বানানো ছিল এক বিশাল আয়োজন। বাবা বড়দিনের আগের দিন কেক বানাতে বসতো। আমরা তেরজন ভাই বোন। বড়রা ততটা গা না করলেও আমাদের উত্তেজনার কমতি নেই। কেক বানানোর জন্য তখন তো আমাদের কোন মেশিন নেই, অতএব হাতে ঐ মাখন আর চিনি মিশাতে হবে যেন মাখনে চিনি সম্পূর্ন গলে যায়। আমাদের একটা বড় এ্যালুমিনিয়ামের বোল ছিল। মনে পড়ে সারা বছর ঐ বোলে কাপড় কেচে রাখা হোত। কেবল ২৪ তারিখেই ঐ বোলের খাতির যত্ন বেড়ে যেত। মা বা বোনেরা ওটা ভাল করে ধুয়ে দিত। তারপর শুরু হোত এক কঠিন কাজ। হাত দিয়ে মাখন, চিনি,ডিম ঘন্টার পর ঘন্টা মেশানোর কাজ। এ এক কঠিন ব্যায়ম। এই কাজের চেয়ে বেশী কঠিন ছিল আমাদের এতগুলো ভাই বোনকে ম্যানেজ করা। কারন আমরাও সবাই কেক বানাতে চাইতাম। কিন্তু বাবার কঠিন নিয়ম কোন কিছু ধরা যাবে না। তারপরও আমরা হাজার প্রশ্ন করে, আবদার করে বাবাকে ব্যস্ত করে ফেলতাম। কখনও কখনও একটু ময়দা,চিনি, ডিম ধরার অনুমতি পেতাম। সারাক্ষন হা করে তাকিয়ে থাকতাম আর কেকটি কেমন হবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে চলত সলা-পরামর্শ। বাবা মাঝে মাঝে হাতের কব্জা পর্যন্ত চলে আসা কেকের ময়দা বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে তুলে আমাদের মুখে দিত। জগতে এর চেয়ে মজা আর কিছু ছিল কিনা জানিনা। আমার বড় ভাই বোনেরা মুরুব্বা, কিসমিস,বাদাম কুচি কুচি করে কাটতো আর আমরা তাকিয়ে থাকতাম। আহারে.. যদি একটা মাটিতে পড়ে তো টুপুস করে মুখে দিব । মাটিতে হয়তো একটা দুটা পড়ত কিন্তু ভাই বোনের সংখ্যার তুলনায় তা ছিল খুবই কম। আমাদের সবচেয়ে এক্সাইটমেন্ট ছিল কেক বানানোর শেষে। আমাদের কেক নানা সাইজের হাড়িতে পোড়ানো হোত। বোল থেকে যতই চেছে খামির তুলে হাড়িতে দেয়া হোক না কেন... ঐ বোলে কিন্তু কিছু ময়দা লেগে থাকতো। সেটা আঙ্গুল দিয়ে চেখে চেখে খাওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হোত ভাই বোনদের মাঝে। কেক পোড়ানো হতো বুদ্ধুর দোকানে। লক্ষীবাজারে এই দোকান ছিল বিখ্যাত। এখন এর আধুনিক নাম হয়েছে -প্রিন্স অফ ওয়েলস বেকারী। কেক পোড়াতে সময় নিত বেশ কয়েক ঘন্টা। কেক নিয়ে বড় ভাইয়েরা বাসায় আসতো রাতে। আমরা দল বেধে কেক দেখতাম কিন্তু খেতে পারতাম না। ঐ যে গীর্জ্জা থেকে ফিরে তবে কেক খেতে হবে। সারা ঘর কেকের গন্ধে ভরে যেত। চব্বিশ তারিখের রাত- আমরা কেকের গন্ধে ঘুমাতাম আর স্বপ্ন দেখতাম কেকে খাওয়ার।

এই গল্প গুলো আমি আমার ছেলে মেয়ে এবং বউকে প্রতি বছর বলি -যখন বড় দিনের জন্য কেক বানাই। এই গল্পগুলো ওদের মুখস্থ হয়ে গ্যাছে। আমার কাছে বড়দিন হলো আমার বাবা, মা,আর ভাই বোনের স্মৃতি, পুরানো ঢাকায় সকালে দল বেঁধে বন্ধুদের সাথে মানুষের বাড়ীতে যাওয়ার স্মৃতি। বড়দিন হচ্ছে এক মধুর স্মৃতি জাগানিয়া মুহূর্ত।

বাবা মারা যাবার পর- এই কেক বানানোর দায়িত্বটা পড়েছিল আমাদের সবার উপর। বড়দিনে কেক বানানোর রেওয়াজ আমরা এখনো সবাই ধরে রেখেছি। আমরা তেরজন ভাই বোন। এখন আর এক দেশে থাকি না। অর্ধেক চলে গেছে দেশের বাইরে। কিন্তু ওখানেও ওরা এক হয়ে কেক বানায়। কেক বানানো উপলক্ষ করে ওরা হয়ত পুরানো দিনের কথা ভাবে। সবচেয়ে অদ্ভুত কাজটি হয়েছিল ঢাকায়। তখন ভাই বোনেরাও নিজেদের সংসার পেতেছে। কিন্তু সবাই মিলে একসাথে কেক বানানোর প্ল্যান করা হোল। সবার কেকের পরিমান যোগ করে দাড়ালো ১০০ পাউন্ড।

ভাই বোন এবং বোনের স্বামীরাও আমাদের সাথে যোগ দিল। কিন্তু সমস্যা হোল এত গুলো কেক পোড়ানোর জন্য ঐ বুদ্ধুর দোকানে কি ভাবে নিয়ে যাব? আমরা রিক্সা দিয়ে ভাগা ভাগি করে বানানো কেক ঐ বেকারীতে নিয়ে গেলাম। কিন্তু কেক আনার সময় আমার বড় ভাই একটি ঠেলাগাড়ী ভাড়া করলো। ঠেলা গাড়ীর উপর সব গরম কেক সাজানো হোল এবং আমরা তিন ভাই ঠেলা গাড়ীর সাথে হেটে হেটে কেক বাড়ীতে নিয়ে আসলাম। দৃশ্যটি এখন মনে হলে হাসি উঠে- কিন্তু তখন ঐ গল্প চারিদিকে বলে বুক ফুলিয়ে ৪২ ইঞ্চি করে ফেলেছিলাম।

অষ্ট্রেলিয়াতে আমি একা। আমার কোন ভাই বোন এখানে থাকে না। ওদের সাথে আমি কেক বানাতে পারি না। ফোন করি.. খোঁজ নেই কে কবে কেক বানাচ্ছে? আমি প্রতিবছর ভাই-বোন ছাড়া বড়দিনের কেক বানাই। মৌসুমী প্রায়ই বলে, 'বছরের একদিন কেক না বানিয়ে সারা বছর এই মজার কেক বানাও না কেন'? এর উত্তর আমি জানি। সবাই কেক বানায় ময়দা,ডিম, চিনি,বাদাম আর কিসমিস দিয়ে। আমার কেকে একটি জিনিষ আমি বেশী দেই। আমার বাবার সাথে কেক বানানোর স্মৃতি, আমার ভাই-বোনদের সাথে চব্বিশ তারিখের রাতের স্মৃতি। তাই আমাদের বড় দিনের কেক সবাই পচ্ছন্দ করে। কারন এটা আমার কেক নয় এটা আমার বাবার কেক। সারা বছর কেক বানানো যায় কিন্তু ঐ কেকে সব কিছু থাকলেও বাবার স্মৃতি থাকবে না।

পুনশ্চ: ডিসেম্বর মাসে মৌসুমীর খুশী একটু বেড়ে যায়। কারন ডিসেম্বর মাসে আমাদের বাড়ীতে কেকের গাছ হয় আর সেই গাছে মজার কেক ধরে। ও সারা মাস ঘুরে ফিরে আর টুক করে গাছ থেকে কেক পেড়ে খায়। ওর আনন্দ দেখে কে!

জন মার্টিন
প্রবাসী মনোবিজ্ঞানী
probashimartins@gmail.com